সমকাল

তারিখ 10 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষায় যোগ-বিয়োগ

রাশেদা কে চৌধুরী

শিক্ষা

দুই হাজার চৌদ্দ- বছরটাকে আমি ভালো-মন্দ মিলিয়েই দেখি। আর একটি দেশের একটি বছরকে মূল্যায়ন করতে গেলে তার অনেক ক্ষেত্র সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হয়। আমি স্বল্প পরিসরে শিক্ষা নিয়ে কিছু বলছি। আমার কাছে গত বছরের ভালো যেটা ছিল, সেটা হলো স্থিতিশীলতা।

২০১৩ সালজুড়ে এবং গত বছরের শুরুর দিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠার একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল। হরতাল-অবরোধে ঘন ঘন ক্লাস বন্ধ, বারবার পরীক্ষার তারিখ বদল- এসবের কারণে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বিগ্নতারও শেষ ছিল না। তবে এমন দুরবস্থা দিয়ে শুরু হলেও পরে অনেকটা স্থিতিশীলভাবেই কেটেছে বছরটা।

আমি বলব, বছরের ভালো যে দিকটা ছিল, তা হলো এই স্থিতিশীলতা। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফলে অভাবনীয় বিপর্যয়, দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাতিল- এসব নিয়ে বছরটাই বেশ উত্তপ্ত ছিল শিক্ষা ক্ষেত্র। রাজনীতি দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য হওয়ার কথা থাকলেও, আমাদের এখানে রাজনৈতিক বিভেদ দিন দিন বিদ্বেষে পরিণত হচ্ছে, যা কখনও জনগণের মঙ্গল বয়ে আনবে না। রাজনৈতিক বিদ্বেষের কবলে পড়ে ব্যাহত হয় অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে পড়ে শিক্ষা কার্যক্রম। এটা কোনোভাবেই আমাদের উন্নতির পরিচায়ক হতে পারে না। রাজনীতিবিদদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে লাখো শিক্ষার্থীদের পোহাতে হয় দুর্ভোগ। ২০১৪ বছরটি সেই কার্যক্রমের দিক দিয়ে অনেকটা স্থিতিশীলই ছিল বলা যায়। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পাঠদান ও পরীক্ষার আয়োজন করতে পেরেছে।

কিন্তু বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাদের বেশিরভাগেরই রাজনীতি, রাজনীতিবিদ কারও ওপরই আস্থা নেই। অধিকন্তু ভেতরে একটা রাজনৈতিক অনীহা, বিতৃষ্ণা নিয়ে তারা বেড়ে উঠছে। আর এই মনোভাব তৈরি করে দিয়েছে আমাদের রাজনীতিবিদরা। একটা প্রজন্মকে রাজনীতি বিদ্বেষী করে গড়ে তোলাটা জাতির জন্য শুভকর কিছু নয়। তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে এখন তরুণ ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনার যে ধরন তৈরি হয়েছে, আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি আমাদের রাজনীতিবিদদের সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিকাশের গতিধারার দিকে আমাদের সবারই চিন্তা করতে হবে। কারণ এ প্রজন্মই আমাদের ভবিষ্যৎ শক্তি। যারা এখন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদদের আচরণ, রাজনৈতিক স্বার্থে হরতাল অবরোধ-সহিংসতার মাধ্যমে এই প্রজন্মকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়ার ঘটনা- এসব কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা এই চিন্তার জায়গা থেকে প্রায় অন্ধকারেই আছেন।

সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে বেশ আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল বছর ধরেই। জনগণ, বিশেষ করে গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে এ বিষয়টি উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল বারবার। নতুন সম্প্রচার নীতিমালার উদ্দেশ্য ও স্বচ্ছতা নিয়ে এবং এর মাধ্যমে স্বাধীন মত প্রকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হবে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আগের বছরগুলোর মতোই এ বছরও ছিল ভর্তিবাণিজ্য। কিন্তু এ বছর এটা এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, আদালত আদেশ দেওয়ার পরও সরকার শিক্ষা পদ্ধতিকে ক্রমশ দুর্বল করে দেওয়া এই ভর্তি ব্যবসাকে বন্ধ করতে পারেনি। প্রতি বছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলোর সময়ে পরীক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, দুর্বিষহ হয়রানির দৃশ্য দেখলে যুদ্ধের কথাই কেবল মনে পড়ে। কেমন এক জাতিতে পরিণত হচ্ছি আমরা! যেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্ম।

আমাদের একটি শিক্ষানীতি আছে। সরকার যদি সে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়, তবু অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে; যে শিক্ষানীতি এই সরকারেরই প্রণীত। এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাচ্চাদের উপর্যুপরি পরীক্ষার চাপের মধ্যে না ফেলে, তাদের উন্নত শিক্ষা প্রদান ও মানবিক বিকাশে দক্ষ পাঠদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে দ্রুত পরিকল্পনা প্রয়োজন। নতুবা পরীক্ষাকেন্দ্রিক এক জাতি তৈরি করে তা দিয়ে আমরা এই একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পারব না। গোটা শিক্ষা পদ্ধতি এখন লিপ্ত আছে যেন জিপিএ যুদ্ধে। জ্ঞান বিকাশ নয়, কীভাবে কেবল জিপিএ নিশ্চিত করা যায় তাই হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর সেই সঙ্গে কোচিং বাণিজ্য আর ভর্তির যুদ্ধ- সব মিলিয়ে এক অস্থির পরিবেশ ও মনোভাবের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত হয়ে উঠছে আমাদের শিক্ষার্থীরা। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমাদের নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে। শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে যুগোপযোগী পদ্ধতি। মাল্টিমিডিয়ার এই যুগে, কেবল সঠিক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের অভাবে আমরা উন্নত বিশ্ব থেকে পিছিয়ে আছি যোজন-যোজন দূরত্বে। আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন, দক্ষ ও জ্ঞাননির্ভর আলোকিত মানুষ গঠন। কিন্তু আমাদের পড়াশোনা হয়ে পড়ছে পরীক্ষানির্ভর। পরীক্ষায় পাস করাটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে একমাত্র। এ অবস্থা থেকে যত শিগগির সম্ভব উত্তরণ ঘটাতে হবে। আরেকটি সমস্যা হলো, উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই পড়তে পারছে; সে অনুযায়ী দরিদ্র নিম্নবিত্ত শিক্ষার্থীরা উঠে আসতে পারছে না। তাদের উঠে আসার পথটা এখনও মর্মান্তিক। এ বছর এমন অনেক শিক্ষার্থীর সংবাদ পাওয়া গেছে, যারা সমস্ত জীবনের শক্তি ক্ষয় করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত আসতে পেরেছে। মেধা তালিকায় অর্জনও করেছে ভালো ভালো স্থান, কিন্তু অর্থের অভাবে ভর্তি হতে পারছে না। শিক্ষার্থীদের এ অংশের দিকে আমাদের আলাদা নজর দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগও কমে গেছে আক্ষরিক অর্থেই। শিক্ষা বিনিয়োগ মোট বাজেটের শতকরা ১৪ ভাগ থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১১.৫০১ ভাগে। এটা সময়ের সঙ্গে শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নেওয়ার যে ধারণা, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই বিনিয়োগকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থে। স্কুল পর্যায়েই আমাদের শিক্ষার্থীদের ভাষাবিজ্ঞান ও গাণিতিক শিক্ষায় উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া জরুরি। যে দুর্বলতা দিন দিন প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা মাত্র ৪৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক ভাষা জ্ঞানে সফল। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবেও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। শুধু পড়ালেখায় সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ হয় না। সে জন্য আমাদের দরকার জাতীয় সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমাদের ভবিষ্যতের জন্যই।

তবু আমি আশাবাদী কারণ শিক্ষাব্যবস্থার অনেক অসুবিধা-দুর্বলতার পাশাপাশি কিছু অর্জনও আছে আমাদের সামনে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে একযোগে বই বিতরণের সফলতা একটা উজ্জ্বল সফলতার দিক। আমি আশাবাদী আরও অনেক দিক দিয়েই। সব বাধা আর সমস্যা অতিক্রম করে অর্থনীতির মতো এই শিক্ষা ক্ষেত্রটিও একদিন শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। মূল ধারার মানুষরাই সে কাজটা করবে। বাংলাদেশের আপামর দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণ, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের শক্তির সঙ্গে শিক্ষা যেদিন যুক্ত হবে, সেদিন আর আটকে থাকবে না কিছুই।

লেখক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা